আগস্ট ২০০৯ | ক্রোড়পত্র

চায়ের কথা

কৃষক ও কৃষিকর্মীদের তথ্য বিনিময় মঞ্চ

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪১৬

জলবায়ু বদল

ভরত ডোগরার কথা

জলবায়ু বদল এই সময়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলেও, প্রত্যন্ত গ্রামগুলোয় কৃষি-জঙ্গল ও পশুপালন নির্ভর-জীবিকার এর ফলে কতটা ক্ষতি হচ্ছে সে খবর আমরা রাখছি না। জলবায়ু বদল ও আর্থ-সামাজিক অসাম্যে তার প্রভাব নিয়ে খুব একটা কাজও যে নজরে পড়ছে তাও নয়। বাস্তবে কিন্তু পরিবেশের এই অবস্থা ও এই আর্থ-সামাজিক অসাম্য মিলে গ্রামের মানুষের বিপন্নতা ক্রমশ বাড়ছে, তাঁর জীবিকাতেও টান পড়ছে।

মধ্যপ্রদেশের বেশ কয়েকটি গ্রামের সামগ্রিক অপুষ্টিজনিত শিশুমৃত্যুর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি দেখা যেতে পারে। সাতনা জেলার মাঝগাওয়া ব্লকের মাদুলিহাই গ্রামের জলবায়ু বদল ও বঞ্চনা মিলে এলাকার জনজাতিদের জীবনে ঘোর সংকট নেমেছে। গত এক দশকের সঙ্গে গত এক বছরের তুলনা করলে দেখা যাবে, এখানকার কোল আদিবাসীরা জঙ্গল থেকে যে মহুয়া ফল, আমলকী সংগ্রহ করছেন সেই সংগ্রহের হার যথাক্রমে ১০ ও ৫ শতাংশ। অন্য ফল সংগ্রহের পরিমাণও নগণ্য। পাশের জেলা চিত্রকূটের ছবিও প্রায় এক। অথচ আগে বনেবাদাড়ে পাওয়া এই সব কন্দ ও মূলজাতীয় পুষ্টিকর ফলপাকুড় অভাবের সময় দারুণ কাজে আসত। কিন্তু এখন তা পাওয়া যায় না, গেলেও পরিমাণে সামান্য।

এটা ঠিক যে, হালে জঙ্গল কাটার প্রবণতা বেড়েছে। বিপুল পরিমাণে গাছও কাটা হচ্ছে। কিন্তু জঙ্গলের ফলমূল না পাওয়ার পেছনে এটাই যে একমাত্র কারণ, তা হলফ করে বলা যায় না। বিরূপ জলবায়ুর ফলেও ফলন-মরশুমের নানা ওলটপালট হয়েছে। কোল আদিবাসীদের জমি সামান্য, অনাবৃষ্টির ফলে ফলনের পরিমাণও বছর বছর কমছে। কিংবা বৃষ্টি হচ্ছে আগে পরে, বা অসময়ে নাগাড়ে বৃষ্টিতে শস্যের ক্ষতি হচ্ছে।

মাঝগাঁও কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী বেদপ্রকাশ সিং বলেছেন যে– বৃষ্টি, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার সাম্প্রতিক তথ্য জলবায়ুর প্রভূত পরিবর্তনের দিকেই মত দিচ্ছে। অন্যদিকে জলবায়ুর এই বদলের ফলে এখানকার আদিবাসীরা ফসল কম পাচ্ছেন। পাশাপাশি অভিযোগ যে তাঁদের জমির পরিমাণও কমে যাচ্ছে। তাঁদের বাপ-ঠাকুরদার প্রচুর জমি ছিল, কিন্তু নানা অজুহাতে সব হাতছাড়া হয়েছে।

শোষণ ও বৈষম্যের নানা বিপদ-বিপর্যয় মোকাবিলা করতে করতেই এই আদিবাসীরা পর্যুদস্ত, তার ওপর এই জলবায়ু বদলের সমস্যা তাঁদের বিপদকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

ফ্রন্টিয়ার-পত্রের সম্পাদকের সৌজন্যে ফ্রন্টিয়ার ২২-২৮ মার্চ ২০০৯-এর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ইনইকুয়ালিটিস প্রবন্ধের ভাষাবদল

রিয়াজ কে তৈয়বের কথা

জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বব্যাঙ্কের খুব বড় ভূমিকা রয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রকল্প ও পদ্ধতিই পরিবহন, শক্তি ব্যবহার ও জঙ্গল লোপাটের মাধ্যমে গ্রিন হাউস গ্যাস বাড়াচ্ছে। এসব বলছেন এক খ্যাত পরিবেশবিদ। নাম রবার্ট গুডল্যান্ড। যিনি ২৩ বছর বিশ্বব্যাঙ্কে চাকরি করেছেন।

যদিও উন্নয়নশীল দেশগুলোয় জলবায়ু-বদল আটকাতে টাকা আসছে বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকেই, তবুও বিশ্ব ব্যাঙ্ককে কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই হচ্ছে। জলবায়ুর বদল আটকাতে আসা টাকার পরিমাণ বছরে ৫-১০ বিলিয়ন ডলার। জাতিপুঞ্জের জলবায়ু-বদল নিয়ে যে ইউ এন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCCC) আছে সেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশ্বব্যাঙ্কের এই ভূমিকার সমালোচনা করছে। জি ৭৭ ভুক্ত দেশগুলি ও চিন বিশ্বব্যাঙ্কের বদলে জাতিপুঞ্জের এই UNFCCC তেই জলবায়ু-বদল সাহায্য-তহবিল গড়তে অগ্রণী হয়েছে।

গুডল্যান্ড, ব্যাঙ্কের কাজের রূপরেখা ও অনুদানের রীতিপদ্ধতিকে পরিবেশ-বিধ্বংসী বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন, ব্যাঙ্কের সেগুলোই করা উচিত যেগুলো হবে ''এখন ব্যাঙ্ক যা করছে তার বিপরীত।''

গুডল্যান্ড ব্যাঙ্কে ছিলেন-১৯৭৮ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত। সংস্থার পরিবেশ-সুরক্ষা-নীতিও তাঁর তৈরি। বাঁধ নির্মাণ নিয়ে তৈরি আন্তর্জাতিক কমিশনেরও তিনি সদস্য ছিলেন।

ডাউন টু আর্থ-এ প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ব্যাঙ্কের নিজের পরিবেশ-নজরদারি-বিভাগই ব্যাঙ্কের সমালোচনা করেছে। ইনডিপেন্ডেন্ট ইভালুয়েশন গ্রুপ (আইআইজি) কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করে দেখিয়েছে যে, ব্যাঙ্ক কীভাবে স্থায়ী উন্নয়নের ধারণা থেকে সরে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাঙ্কের শাখা ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন ব্যক্তিগত মালিকানায় লাভের প্রশ্রয় ও প্রসার ঘটিয়ে পাশাপাশি পরিবেশের ক্ষতি করছে। অন্যদিকে ব্যাঙ্কের অপর শাখা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট পরিবেশ রক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য দিচ্ছে।

তাঁর মতে আই ই জির বয়ান অনুসারে এক্ষেত্রেও আইবিআরইডির আরো কিছু করার আছে। গুডল্যান্ড কেবল এই একটি বিষয়ের সমালোচনা করেননি, ব্যাঙ্কের ব্যবসা নিয়েও কথা বলেছেন। বলেছেন, ব্যবসা প্রসারের ক্ষেত্রেও বিশ্বব্যাঙ্ক তার বিশ্বাস হারিয়েছে। ব্যাঙ্কের কাজকর্মের কোনো স্বচ্ছতা নেই আর গ্রিনহাউস গ্যাস রুখতে ব্যাঙ্ক কত টাকা দিয়েছে, দেয়নি তার হিসাবও। তথ্য প্রতারণা ও তথ্য আড়াল বিশ্বব্যাঙ্কের মজ্জাগত, একথাও যোগ করেছেন তিনি।

গ্রিন হাউস গ্যাস মাপার নিয়মবিধি তৈরি করছে বলে বিশ্বব্যাঙ্ক বললেও, তিনি সেই বিষয়ে সন্দিহান। তাঁর মতে এর জন্য কত বছর সময় লাগবে তা অনির্দিষ্ট।

এত কয়লা, এত পশু-নির্ভর উৎপাদন, এত জঙ্গল কাটায় অর্থ সাহায্য দেওয়ার পর বিশ্বব্যাঙ্কের জলবায়ু-বদল মোকাবিলায় অর্থ সাহায্য নিয়ে তার সংশয় আছে।

সংস্থার জ্বালানি-সংরক্ষণ-নীতি নিয়ে বলতে গিয়ে গুডল্যান্ড-এর কথা হল, গত এক দশক কয়লাক্ষেত্রে লগ্নি নিয়ে যে বিধিনিষেধ প্রচলন ছিল, ২০০৩ সাল থেকে তা পুরোপুরি উল্টে গেছে।

এই নিয়ে সমীক্ষা করে আগামী ৫ বছরের মধ্যে কয়লায় বিনিয়োগ ফিরিয়ে আনতে বলা হয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্ক অর্থপুষ্ট বেশ কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের বেশ কয়েকটি প্রকল্পের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেছেন যে, এই অর্থানুকূল্যের আওতায় থাকা উদ্যোগগুলির কোনো কোনো স্থানে কয়লা রফতানির কাজও হচ্ছে। এছাড়াও সড়ক তৈরি, জঙ্গলনাশ ও বাণিজ্য-নির্ভর পশুপালনে অর্থসাহায্য দিয়ে ব্যাঙ্ক আসলে গ্রিন হাউস গ্যাসের সেরা তিন উৎসকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

যানবাহন থেকে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ। অথচ অর্থ সাহায্যের ৭৫ ভাগই যাচ্ছে সড়ক নির্মাণে। যখন রেলপথের জন্য সাহায্য মোট অর্থের কেবল ৭ শতাংশ।

তিনি আরও যে বিষয়টি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন তা হল সংস্থার 'আমাজন নীতি'। যার বয়স একবছরের মতো হলেও, এখনো তার রূপ কী তা জানা যায়নি। তাঁর মনে হয়েছে আমাজন জঙ্গল সম্ভবত জ্বালানি ও বাণিজ্য-নির্ভর জ্বালানির জন্য ব্যবহার করা হবে। সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন এই জঙ্গলে বাণিজ্য-নির্ভর পশুপালনের জন্যই ২ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছে। যে পশুপালন গ্রিনহাউস গ্যাসের বড় আধার।

ব্যাঙ্ক তার কয়েকটি প্রকল্পের গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রার কোনো মূল্যায়ন করেনি। ব্যাঙ্ক অর্থ দিয়েছে গরু থেকে মিথেন আর জেট বিমান থেকে কার্বন নির্গমনে। গুডল্যান্ডের মনে হয়েছে যা দুনিয়াজোড়া খাদ্য সংকট ও জলবায়ু বিপর্যয়ে জবরদস্ত ভূমিকা নেবে।

তিনি অভিযোগ করেছেন ব্যাঙ্ক কৃষি থেকে জ্বালানি তৈরিতে অর্থসাহায্য দিতে একেবারে বেপরোয়া।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তেলের জন্য বৃক্ষরোপণ জঙ্গলনাশের কারণ হয়ে উঠেছে।

বাসিন্দা তথা সরকারি প্রতিনিধির আপত্তি সত্ত্বেও আমাজন জঙ্গলে দুই বিশাল সয়াবিনের জমির সমস্ত সয়াবিন যাবে জৈব-ডিজেল তৈরিতে...মার্চ ২০০৮ থেকে ওই আমাজনেই সুগার-ইথানল তৈরির জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের জোগাড়যন্ত্রে শুরু হয়েছে বেসরকারি উদ্যোগ।

ফ্রন্টিয়ার ১৪-২০ ডিসেম্বর ২০০৮/টি ডব্লু এন ফিচার্স থেকে।
ক্লাইমেট চেঞ্জ ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক দ্য কালপ্রিট প্রবন্ধের ভাষাবদল

সেভ্‌ন হারমেলিং-এর কথা

জলবায়ু বদলের ফলে আবহাওয়া আস্তে আস্তে ভয়ংকর হয়ে উঠবে বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। ঝড় তুফান, খরা ও বন্যার মাত্রা বাড়বে। যার ফলে সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। রফতানিকারী দেশগুলোয় এই ঘটনা ঘটলে সারা বিশ্ববাজারই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ফাও-এর মতে, গত কয়েক বছরের আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্যের পেছনে জলবায়ু বদলের ফলে উৎপাদন কমার কিছুটা হলেও ভূমিকা আছে। যেমন অস্ট্রেলিয়া, সেখানে খরা তো প্রায় রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সোজা কথায়, জলবায়ু বদলের বিপদ এর মধ্যেই সারা পৃথিবীর খাদ্যশস্যের বাজারে ছায়া ফেলতে শুরু করেছে। তবে এ তো কেবল শুরু। এরপর তাপমাত্রা বাড়লে, জলবায়ুর আরো বদল হলে অবস্থাটা পুরো উল্টে যেতে পারে। ইন্টার-গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট কন্ট্রোল ২০০৯-এর চতুর্থ রিপোর্ট ও আরো নানা তথ্য বলছে আবহাওয়া বদলের ফলে বিপন্নতা বাড়ছে ও ভবিষ্যতে তা আরো ভয়াবহ হয়ে উঠবে।

আবহাওয়া বদলের ফলে চাষবাসের ক্ষতি হয় নানাভাবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি গাছের বৃদ্ধির উপর প্রভাব ফেলে। বহু গাছপালা ও পশুপাখি খাপ খাওয়াতে না পেরে আরো ওপরের দিকে বা মেরুর দিকে সরতে থাকে। তাছাড়া বৃষ্টি ও তুষারপাতের রকমসকম বদলে যাচ্ছে। যেসব জায়গায় বৃষ্টিতেই চাষ চলত, সেচ লাগত না সেখানে দেরিতে বর্ষা এলেই চাষের ক্ষতি হচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে অতিবৃষ্টিতেও। আগামী দিনে বৃষ্টির হেরফের ঘটনা ঘটবে অনেক জায়গাতেই। তখন সেচের জল ও পানীয় জল দুটোর জন্যই হা-পিত্যেশ করতে হবে।

পৃথিবীর অনেক দেশ, অনেক ভূখণ্ড ব্যাপকভাবে এর শিকার হবে। যেমন এর ফলে গরম বদলে যেতে পারে গনগনে তাপপ্রবাহে, আচমকা নেমে আসতে পারে বিধ্বংসী ঝড়। এছাড়া সমুদ্রের জল বেড়ে উপকূলের কৃষিজমি গ্রাস বা নদী-বদ্বীপের জনপদ বিপন্ন হতে পারে। মাটিতে ও মাটির সঞ্চিত জলে নোনা বাড়তে পারে।

এটা ঠিক যে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাড়লে তা কিছু উদ্ভিদ-প্রজাতির দ্রুত বৃদ্ধির সহায়ক হবে। কিন্তু যে ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে, তাতে জলবায়ু বদল হলে কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে একথা ভাবা একেবারে নির্বুদ্ধিতার সামিল। বরং কৃষির ঝুঁকি বাড়বে। আর তাপমাত্রা ২° সেলসিয়াস পেরোলেই ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশগুলি মহা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

আবহাওয়া পরিবর্তনকে রোখা যাবে এমন অবস্থা এখন আর নেই, এমনিতেই বেশ দেরি হয়ে গেছে। এখন তার ক্ষতিকর প্রভাব যতটা কমিয়ে আনা যায় সেই কাজই করতে হবে। পৃথিবীর তাপমাত্রা ২° সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে হবে।

এইজন্য সারা দুনিয়ার সমস্ত জাতির সবাইকে এক হয়ে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার এক সর্বসম্মত নিয়মনীতি তৈরি করতে হবে। যেখানে বড়লোক দেশগুলোর বড় ভূমিকা থাকবে, কারণ পরিবেশের মানের অবনতিতে তাদের বড় ভূমিকা আছে।

পাশাপাশি দেশের নীতি-নির্ধারক মণ্ডলীকে একটি অপ্রিয় প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। সেটা হল, আবহাওয়া বদলের ফলে যে অবস্থা তৈরি হবে, তার মোকাবিলা তাঁরা কীভাবে করবেন। এই বছরে খাদ্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি এই বিষয়টাকে একেবারে সামনে নিয়ে এসেছে। এই মূল্যবৃদ্ধি লাখ লাখ মানুষের জীবনে অশান্তি ডেকে এনেছে। জল ও খাবার যারা জোগাড় করতে পারেনি তাদের তো আরো বিপদ।

খাদ্য-ঘাটতি যে যে দেশে তৈরি হয়েছে সেই দেশগুলোতেই জলবায়ু বদলের সংকট সবচেয়ে বেশি ঘনীভূত।

অনেক উন্নয়নশীল দেশই এই বিপদ একটু একটু বুঝতে পারছে। গ্রিন হাউস গ্যাস বাড়ানোয় শিল্পোন্নত দেশগুলি দায়ী বলে এর মোকাবিলায় গরিব দেশগুলোকে সাহায্যের নৈতিক ও আইনগত দায় তাদেরই। পাশাপাশি গরিব দেশের সরকারেরও এই নিয়ে প্রস্তুতি দরকার। বাঁচার জন্য সবার আগে দরকার যে খাদ্যের অধিকার, তাই আজ বিপর্যস্ত। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া ও এই বদলের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সুযোগ সবার আগে দরকার তাদের, যারা সবচেয়ে বেশি সংকটের মুখোমুখি। এই মানুষগুলোর অনেকেই প্রান্তিক।

তাঁরা এমন এমন জায়গায় থাকেন যেখানে জলবায়ু বদলের কুফল পড়বে সবচেয়ে বেশি। উদাহরণ হিসেবে উপকূল এলাকার ক্ষয়ে যাওয়া ঢালে যাঁরা বাস করেন তাঁদের কথা বলা যেতে পারে।

গঙ্গা-বদ্বীপের একদম শেষে যাদের বাস তাদের কথাও বলা যায়। যেখানে ঝড় বন্যার হাত থেকে ভূখণ্ডের মানুষের রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় নেই।

কোনো কোনো দেশ বা কোনো কোনো অঞ্চলের ক্ষেত্রে এই বদলটা কীরকম হচ্ছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে সেগুলো যে খুব একটা পাওয়া যাচ্ছে তা কিন্তু নয়, খুব একটা গবেষণাও হয়নি। এই দেশগুলোরই বেশি সাহায্য দরকার। নিবিড় গবেষণা ছাড়াও জলবায়ু বদল মোকাবিলার কৌশল ও সক্ষমতা বৃদ্ধির দিকেও এখানে জোর পড়া দরকার।

জলবায়ু বদল সবে একেবারে নতুন একটা বিষয় বলে, বিষয়টি ভালো করে বোঝা সবার আগে দরকার। এই নিয়ে অনেক তত্ত্ব থাকলেও সবগুলো নিয়েও যদিও কাজ করা যাবে না।

এই বদলের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সবার আগে দরকার উপযুক্ত পুষ্টিকর খাবার। অর্ধাহার-অনাহারে যাদের দিন কাটছে সরকারের কাছে তাদের অবশ্যই খাদ্যের জন্য দরবার করা দরকার।

কোন্ মানুষজন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও কোথায় তাদের বসবাস ইত্যাদি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য রাখতে হবে। খাদ্য সংকটের দিক থেকে জলবায়ু বদল একটি সমূহ বিপদ। সরকারি-অসরকারি নির্বিশেষে সকলকে কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ক্ষেত্রে এই বিপদ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হওয়া খুব জরুরি।

ফ্রন্টিয়ার ১১-১৭ জানুয়ারি ২০০৯ /থার্ড ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক ফিচারস থেকে
ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ফুড ক্রাইসিস প্রবন্ধের ভাষাবদল

Book Post
Printed Matter

রূপ : অভিজিত দাস
হরফ : শিপ্রা দাস
মুদ্রাকর : লক্ষ্মীকান্ত নস্কর
সম্পাদনা সহযোগী : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু
ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টারের পক্ষে সুব্রত কুন্ডু কর্তৃক ৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা ৭০০ ০৪২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত